ভোগমালা-সহিত

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি।

সিদ্ধান্তবাচস্পতি
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি
সঙ্কলিত।

শ্রীনন্দলাল মল্লিক দ্বারা প্রকাশিত।
কল্পতরু লাইব্রেরী
৮ নং হরচোলের লেন, পোষ্ট হাটখোলা,
কলিকাতা।

ইউনাইটেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।
চৈতন্যাব্দ ৪২১।

মূল্য।০ চারি আনা।

ভোগমালা-সহিত

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি।

নিশান্তকৃত্য।

(রাত্রি ৩টা ৩৬ মিনিট হইতে ৬টা পর্য্যন্ত)

সাধক অরুণোদয়কালে জাগরিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদি কীর্ত্তন করিবেন; যথা—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্॥"

অনন্তর শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া,

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তামি পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"
"প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ॥"

উক্ত মন্ত্র দ্বারা ভূশক্ত্যাধিষ্ঠাত্রীরূপা পৃথিবীকে প্রার্থনা ও নমস্কার করিবেন। পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবেন। তদনন্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও বস্ত্রান্তর পরিধান পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণু স্মরণ সহকারে আচমন করিয়া কম্বলাদি নির্ম্মিত আসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশনানন্তর পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার আচমন করিয়া শ্রীগুরুকে স্মরণ করিবেন; যথা—

"কৃপামরন্দান্বিতপাদপঙ্কজং,
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্।
গন্ধাঢ্যমাল্যাভরণং গুণালয়ং,
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥"

অনন্তর গুর্ব্বাদিকে প্রণাম করিবেন; যথা—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"পাদাব্জমহসাভিমানতমস্তোমবিধ্বংসকং,
ব্রজপ্রণয়সুশ্রিয়ং প্রণততাপসংহারকম্।
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকম্,
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্রসন্তারকম্॥"
"রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজভাবমূর্ত্তয়ে,
বৃন্দাবনপ্রেমসুধামরদ্রবে।
কারুণ্যবারাং নিধয়ে মহাত্মনে,
পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমোঽস্তু তে॥"
"মহামহিমবন্দিতং সকলসত্ত্বভদ্রাকরং,
ব্রজেন্দ্রসুতসেবনপ্রণয়সীধুবিশ্বম্ভরম্।
কৃপাময়কলেবরং রসবিলাসভূষাধরং,
নমামি পরমেষ্ঠিনং গুরুমহং সদা শঙ্করম্॥"

তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবেন; যথা—

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥"

হে শ্রীগুরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীনহিতাবতার প্রসীদ রাধাপ্রণয়প্রচার॥"

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করিবেন; যথা—
আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

"যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

অনন্তর বিজ্ঞাপন; যথা—

"সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য,
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্॥"

অনন্তর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করিবেন; যথা—
"ঔদার্য্যেণ সুকামধেনুনিবিষদ্বৃক্ষেন্দুচিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুম্।
বাৎসল্যেন সুমাতৃধেনুনিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং,
নিত্যানন্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধিসংবর্দ্ধিনম্॥"

অনন্তর বিজ্ঞাপন; যথা—

"হারায়িপণ্ডিততনুজ কৃপাসমুদ্র,
পদ্মাবতীতনয় তীর্থপদারবিন্দ।
ত্বং প্রেমকল্পতরুরাড়িহরাবতারো,
মাং পাহি পামরমনাথমনন্যবন্ধুম্॥"

অনন্তর শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে প্রণাম করিবেন; যথা—

"যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃ প্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া,
প্রেম্ণা যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধৌ প্লাবিতম্।
বিশ্বং বিশ্ববিকাশিকীর্ত্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভুং-
মদ্বৈতং সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্ব্বার্থদম্॥"

অনন্তর বিজ্ঞাপন; যথা—

"অদ্বৈতে তে করুণয়া প্রণয়াবলোকৈঃ,
কে বাভবন্নহি শচীতনয়স্য দাসাঃ।
প্রেমাম্বুধৌ চ সহসা বত কে ন মগ্না,
আশাপি নো ভবতি মে বত কিং ব্রবীমি॥"

তদনন্তর শ্রীমদ্গদাধর পণ্ডিতকে প্রণাম করিবেন; যথা—

"যৎপাদাব্জনখাগ্রকান্তিলবতো হৃজ্ঞানমোহঃ ক্ষয়ং,
যৎকারুণ্যকটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরকৃষ্ণো বশম্।
যাতীষদ্ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরস্তন্তো,
নৌমি শ্রীলগদাধরং তমতুলানন্দৈককল্পদ্রুমম্।"

অনন্তর বিজ্ঞাপন; যথা—

"হে শ্রীগদাধর দয়াসরিতাং পতিস্তং,
প্রেম্ণা বশীকৃতশচীতনয়ো বিভুশ্চ।
পদ্মাবতীতনয় এব তথা বশস্তে,
কিং তে ব্রবীমি ময়ি মূঢ়বরে কৃপার্ট্রে॥"

অনন্তর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিবেন; যথা—

"যে তীর্থপ্রমিতাঃ পুনন্তি জগতঃ সদ্বৈষ্ণকল্পাঃ প্রতি-
কুর্ব্বন্তীন্দুনিভাঃ কৃপামৃতরুচোঽপ্যাপ্যায়য়ন্তি স্বয়ম্।
সুস্নিগ্ধা হরিচন্দনানি কলয়ন্ত্যাভূষয়ন্ত্যদ্ভুতা,
রত্নানীব হিতান্ নমাম্যি সততং শ্রীবাসমুখ্যান্ মুহুঃ।"

অনন্তর বিজ্ঞাপন ; যথা—

"হে শ্রীবাসাদয় ইহ কৃপামূর্ত্তয়ো গৌরচন্দ্র-
প্রেমাম্ভোধেঃ সুরবিটপিনঃ শান্তসৌম্যস্বভাবাঃ ।
দীনোদ্ধারে প্রবলনিয়মাঃ প্রেমদা যূয়মেব,
তস্মাদজ্ঞং প্রপদরজসা পাপিনং মাং পুনীত ॥"

অনন্তর শ্রীমন্নবদ্বীপধামকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"নবীনশ্রীভক্তিং নবকনকগৌরাকৃতিপতিং,
নবারণ্যশ্রেণীনবসুরসরিদ্‌বাতবলিতম্ ।
নবীনশ্রীরাধাহরিরসময়োৎকীর্ত্তনবিধিং,
নবদ্বীপং বন্দে নবকরুণমাত্মনবরুচিম্ ॥

অনন্তর গঙ্গাকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

নবদ্বীপারামপ্রকরকুসুমামোদবলিতাং,
স্ফুরদ্রত্নশ্রেণীচিত্তিতটসুতীর্থাবলিযুতাম্ ।
হরের্গৌরাঙ্গস্যাতুলচরণরেণূক্ষিততনুং,
সমুদ্যৎপ্রেমোর্ম্মিং তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরসৈঃ ॥
প্রভুক্রীড়াপাত্রীমমৃতরসগাত্রীমৃষিঘটা-
শিবব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িতমহিতমাহাত্ম্যনখরাম্ ।
লসৎকিঞ্জল্কাম্ভোজনিমধুপগর্ব্বোরুকরুণা-
মহং বন্দে গঙ্গামঘনিকরভঙ্গাঞ্জলকণাম্ ॥"

অনন্তর সিদ্ধদেহে অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রীগুরুরূপা সখীকে প্রণা[ম]
করিবেন ; যথা—

"রাধাসম্মুখসংসক্তিং সখীসঙ্গনিবাসিনীম্ ।
তামহং সততং বন্দে গুরুরূপাং পরাং সখীম্ ॥"

এইরূপে যূথেশ্বরী (১) পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিবেন; যথা—

---

(১) যূথেশ্বরী—যূথের বা দলের প্রধান। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণই যূথেশ্বরী হয়েন। সর্ব্বপ্রধান যূথেশ্বরী দুইজন; শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলী। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের অধীনে ছয়টি ছয়টি করিয়া বারটি যূথ আছেন। ষোলটি যূথ না হইয়া বারটি যূথ হওয়ার কারণ, প্রধান ষোড়শ সখীর মধ্যে ললিতা ও বিশাখা শ্রীরাধিকার সেবানুরোধে এবং পদ্মা ও শৈব্যা শ্রীচন্দ্রাবলীর সেবানুরোধে যূথ অঙ্গীকার করেন নাই; অবশিষ্ট দ্বাদশ সখীই যূথ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের অধীনে দুইটি দুইটি করিয়া যূথ আছেন। ঐ দুইটি যূথের একটি মঞ্জরীযূথ অপরটি দূতী-যূথ। মঞ্জরীগণ সেবাসামগ্রীর অধিকারিণী এবং দূতীগণ সংবাদের অধিকারিণী। মঞ্জরীযূথের অধীশ্বরী অনঙ্গমঞ্জরী। দূতীযূথের অধীশ্বরী বৃন্দা। মতান্তরে—শ্রীমতীর অষ্টসখী ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুলেখা এই অষ্ট সখী যূথের ঈশ্বরী। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের অধীনে আটটি আটটি করিয়া উপসখী আছেন। আর অনঙ্গমঞ্জরী, মধুমতী, বিমলা, শ্যামলা, পালিকা, মঙ্গলা, ধন্যা ও তারকা এই আট জন মঞ্জরী যূথেশ্বরী। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের অধীনে আটটি আটটি করিয়া উপমঞ্জরী আছেন। তন্মধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীর অনুগতা অষ্ট উপমঞ্জরী যথা;—লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, মঞ্জুলালীমঞ্জরী ও কস্তুরীমঞ্জরী। এতদ্ব্যতীত ভদ্রমঞ্জরী লীলামঞ্জরী, কেলিমঞ্জরী, কুন্দমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, অশোকমঞ্জরী,

"তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্॥"
"রাধিকায়ৈ নমস্তভ্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রাণবল্লভে।
দেহি মে ভক্তিবাহুল্যং যেন কৃষ্ণমবাপ্নুয়াম্॥"

সুধামুখীমঞ্জরী ও পদ্মমঞ্জরী, এই কয়টি উপমঞ্জরীর নাম শ্রবণ করা যায়। শ্রীমতী রাধিকা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী। অপর গোপী সকল তাঁহার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধিকার গুণ যথা;—মধুরা, নব-বয়াঃ, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা (বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তত্তলে চক্র, তত্তলে চক্ররেখাযুক্ত-কুসুমবল্লিকা, মধ্যমাতলে কমল, কমলতলে পতাকসংযুক্ত ধ্বজ, মধ্যমার দক্ষিণভাগ হইতে চরণের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা এবং কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ; দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদী, তত্তলে কুণ্ডল, তর্জ্জনী ও মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্শ্বে মৎস্য, তদুপরি রথ, রথের একপার্শ্বে গদা, অপর পার্শ্বে শক্তি; বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার অধোভাগ পর্য্যন্ত পরমায়ুরেখা, তত্তলে করের বহির্ভাগ হইতে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে অপর একটি রেখা, অঙ্গুষ্ঠের অধো-দেশে মণিবন্ধ হইতে উত্থিত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যগত একটি বক্ররেখা, প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগে চক্র, অনামিকা-তলে কুঞ্জর, পরমায়ুরেখাতলে অশ্ব, মধ্যরেখাতলে বৃষ, কনিষ্ঠা-তলে অঙ্কুশ, ব্যজন, বিল্ববৃক্ষ, যূপ, বাণ, তোমর ও মালা; দক্ষিণহস্তে পূর্ব্বোক্ত পরমায়ুরেখাদি রেখাত্রয়, অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে শঙ্খ, তর্জ্জনীতলে চামর, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, মঠ,

অনন্তর বিজ্ঞাপন; যথা—

"ভবতীমভিবাঞ্ছ চাটুভির্বরমূর্জ্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ॥"

দুন্দুভি, বজ্র, শকটদ্বয়, ধনুঃ, খড়্গ ও ভৃঙ্গার; সর্ব্বসমেত পঞ্চাশটি রেখা), গন্ধোন্মাদিতমাধবা, সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা অর্থাৎ চাতুর্য্যশালিনী, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা অর্থাৎ স্বাভাবিক শিষ্টাচার-দৃষ্ট ও স্বকল্পিত এই তিনপ্রকার উপায় অবলম্বনকারিণী, ধৈর্য্যশালিনী, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাবপরমোৎ-কর্ষশালিনী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা অর্থাৎ নিজ কীর্ত্তি দ্বারা সর্ব্ব জগতের চমৎকারকারিণী, গুর্ব্বর্পিতগুরু-স্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী, সখীজন-প্রণয়াধীনা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ও সন্ততাশ্রবকেশবা অর্থাৎ নিত্য-বশীকৃতকেশবা। শ্রীমতীর ষোড়শ শৃঙ্গার যথা;—স্নান, নাসাগ্রে মণি, নীলবসন, কটিতটে নীবী, মস্তকে বেণী, কর্ণে কর্ণভূষণ, অঙ্গে অনুলেপন, চিকুরে পুষ্পস্তর, গলে মালা, করে পদ্ম, মুখে তাম্বূলরাগ, চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, নয়নে কজ্জল, গণ্ডে মকরীপত্রভঙ্গ, চরণে অলক্তক ও ললাটে তিলক। তাঁহার দ্বাদশ আভরণ যথা;—চূড়ায় মণি, কর্ণে কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলে পদক, কর্ণোর্দ্ধে শলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, গলে হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে নূপুর ও পদাঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক। বয়স মধ্যকৈশোর অর্থাৎ বর্ষগণনায়, ৯ বৎসর ৫ মাস ২০ দিন; দর্শনে বোধ হয়, ১৪ বৎসর ২ মাস

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবেন; যথা—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
"নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥"

---

১৫ দিন; বাসস্থান যাবট; পতি অভিমন্যু; দেবর দুর্ম্মুখ; জটিলা শ্বশ্রূ; কুটিলা ননন্দা; পিতা বৃষভানু; মাতা কীর্ত্তিদা; পিত্রালয় বৃষভানুপুর। ললিতাদেবীর বয়স শ্রীমতীর বয়স হইতে ২৭ দিন অধিক, বর্ণ গোরোচনা সদৃশ, বসন শিখিপিচ্ছ সদৃশ, মাতা শারদী, পিতা বিশোক, পতি গোবর্দ্ধনের সখা ভৈরব, স্থিতি অনঙ্গসুখ নামক শ্রীমতীর কুঞ্জের উত্তরে ললিতানন্দদ কুঞ্জে, সেবা তাম্বূল; ইহাঁর যূথ রত্নপ্রভাদি। বিশাখা দেবীর বয়স শ্রীমতীর সমান, বর্ণ বিদ্যুৎ সদৃশ, বসন তারাবলিযুক্ত, মাতা জটিলার ভাগিনেয়ী দক্ষিণা, পিতা মুখরার ভাগিনেয় পাবন, পতি বাহ্লিক, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের ঈশানে বিশাখানন্দদ কুঞ্জে, সেবা গন্ধদ্রব্য; ইহাঁর যূথ মাধবী প্রভৃতি। চম্পকলতা দেবীর বয়স শ্রীমতী হইতে এক দিন ন্যূন, বর্ণ চম্পক সদৃশ, বসন চাসপক্ষ সদৃশ, মাতা বাটিকা, পিতা আরাম, পতি চণ্ড, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের দক্ষিণে চম্পকলতানন্দদ কুঞ্জে, সেবা চামর; ইহাঁর যূথ কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি। চিত্রাদেবীর বয়স শ্রীমতী হইতে ২৬ দিন ন্যূন, বর্ণ কাশ্মীরগৌর, বসন কাচসদৃশ, মাতা চর্চ্চিকা, পিতা চতুর, পতি পিঠর, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের

অনন্তর বিজ্ঞাপন ; যথা—

"প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ।
ব্রজরাজপুরীকিশোরিকাকরুণাপাত্রমিমং জনং কুরু ॥"

পূর্ব্বে চিত্রানন্দদ কুঞ্জে, সেবা বসন; ইহাঁর যূথ রসালিকা প্রভৃতি। রঙ্গদেবীর বয়স শ্রীমতী হইতে ৭ দিন ন্যূন, বর্ণ পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ, বসন জবাকুসুম সদৃশ, মাতা করুণা, পিতা রঙ্গসার, পতি ভৈরবের কনিষ্ঠ বক্রেক্ষণ, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের নৈঋর্তে রঙ্গানন্দদ কুঞ্জে, সেবা রাগ; ইহাঁর যূথ কলকণ্ঠী প্রভৃতি। সুদেবীর বয়স শ্রীমতী হইতে ৭ দিন ন্যূন, বর্ণ পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ, বসন জবাকুসুম সদৃশ, মাতা করুণা, পিতা রঙ্গসার, পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ সরলেক্ষণ, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের বায়ুকোণে সুদেবীনন্দদ কুঞ্জে, সেবা জল; ইনি রঙ্গদেবীর যমজা ভগিনী; ইহাঁর যূথ কাবেরী প্রভৃতি। তুঙ্গবিদ্যা দেবীর বয়স শ্রীমতী হইতে ৫ দিন অধিক, বর্ণ সচন্দন কুঙ্কুম সদৃশ, বসন পাণ্ডুবর্ণ, মাতা মেধা, পিতা পুষ্কর, পতি বালিশ, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যানন্দদ কুঞ্জে, সেবা বাদ্য; ইহাঁর যূথ মঞ্জুমেধা প্রভৃতি। ইন্দুলেখা দেবীর বয়স শ্রীমতী হইতে ৩ দিনের ন্যূন, বর্ণ হরিতাল সদৃশ, বসন দাড়িম্বপুষ্প সদৃশ, মাতা বেলা, পিতা সাগর, পতি দুর্ব্বল, স্থিতি শ্রীমতীর কুঞ্জের অগ্নিকোণে ইন্দুলেখানন্দদ কুঞ্জে, সেবা নর্ত্তন; ইহাঁর যূথ তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি। সখীবর্গসাধারণ কর্ম্ম যথা;—শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন, উভয়ের মিলন, উভয়ের অভিসার, শ্রীমতীকে

অনন্তর শ্রীললিতাদিকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"কারুণ্যকল্পলতিকে ললিতে নমস্তে।
রাধাসমানগুণচাতুরিকে বিশাখে।
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচোরে।
বন্দে বিচিত্রচরিতে সখি চিত্রলেখে।
শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতে প্রণয়াঙ্গরঙ্গে।
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে দয়িতে সুদেবি।
বিদ্যাবিনোদসদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে।
পূর্ণেন্দুখণ্ডনখরে সুমুখীন্দুলেখে।
রাধানুজে মম নমোঽস্তু অনঙ্গদেবি।
তুভ্যং সদা মধুমতি প্রিয়তামরন্দে।
সৌহার্দ্দসখ্যবিমলে বিমলে নমস্তে।
শ্রীশ্যামলে পরমসৌহৃদপাত্রি রাধে।
হে পালিকে প্রণয়পালিনি হে নমস্তে।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমর্পণ, নর্ম্মাশ্বাসন, হৃদয়োদ্‌ঘাটন, ছিদ্রাচ্ছাদন, লোকবঞ্চন, শিক্ষণ ও কালোচিত বিবিধ সেবন। অনঙ্গমঞ্জরীর বয়স দৃশ্যে দ্বাদশ বর্ষ ; ইনি শ্রীমতীর কনিষ্ঠা ভগিনী ; বসন্তকেতকীর তুল্য বর্ণ ; তারাবলিবিশিষ্ট ইন্দীবরনিভ বসন ; অভিমন্যুর কনিষ্ঠ দুর্ম্মদ পতি ; স্থিতি অনঙ্গানন্দাম্বুজ কুঞ্জে ; সেবা বেশরচনা ; ইনি মঞ্জরীযূথেশ্বরী। রাগমার্গের সাধকগণ শ্রীগুরুদত্ত সিদ্ধপ্রণালী অনুসারে উক্ত মঞ্জরীগণের মধ্যে কোন না মঞ্জরীর অনুগত হইয়া সিদ্ধাবস্থার সেবা লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমঙ্গলে পরমমঙ্গলসীমরূপে।
ধন্যে ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়তাসুসম্পন্-
নৌমীশচন্দ্ররুচিরে নম্র তারকে ত্বাম্ ॥"

অনন্তর বিজ্ঞাপন ; যথা—

"শ্রীরাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচিত্ত-
বৃত্তিপ্রসূনপরিমোদিতমাধবা হে।
প্রেমানুরাগগুরবো ললিতাদয়ো মাং,
স্বাঙ্ঘ্র্যব্জরেণুসদৃশীমপি ভাবয়ন্তু ॥"

অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"তাম্বূলার্পণপাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ,
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥"

অনন্তর বিজ্ঞাপন ; যথা—

"শ্রীরাধাপ্রাণতুল্যা মধুররসকথাচাতুরীচিত্রদক্ষাঃ,
সেবাসন্তর্পিতেশাঃ স্বসুরতবিমুখা রাধিকানন্দচেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণকরুণাপূর্ণমাধ্বীকসারা,
নর্ম্মাল্যো রাধিকায়া ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরা যা ॥"

অনন্তর সকলের সমীপে বিজ্ঞাপন ; যথা—

"হে প্রেমসম্পদতুলা ব্রজনব্যযূনোঃ;
প্রাণাধিকাঃ প্রিয়সখ্যঃ প্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ।
যুষ্মাকমেব চরণাব্জরজোঽভিষেকং,
সাক্ষাদবাপ্য সফলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধা ॥"

অনন্তর পৌর্ণমাসী দেবীকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"রাধেশকেলিপ্রভূতানবিনোদ-
বিন্যাসবিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাঢ্যাখিলবিশ্ববন্দ্যাং,
শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি॥"
শ্রীপৌর্ণমাস্যাশ্চরণারবিন্দং,
বন্দে সদা ভক্তিবিতানহেতুম্।
শ্রীকৃষ্ণলীলাব্ধিতরঙ্গমগ্নং,
যস্যা মনঃ সর্ব্বনিষেবিতায়াঃ॥"

অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতি,
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমভিবন্দে তব কৃপাং,
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী॥"

অনন্তর তুলসীকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥"

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনধামকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"আনন্দবৃন্দপরিতুন্দিলমিন্দিরায়া,
আনন্দবৃন্দপরিনন্দিতনন্দপুত্রম্।
গোবিন্দসুন্দরবধূপরিনন্দিতং তদ-
বৃন্দাবনং মধুরমূর্ত্তমহং নমামি॥"

অনন্তর শ্রীযমুনাকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

গঙ্গাদিতীর্থপরিষেবিতপাদপদ্মাং,
গোলোকসৌখ্যরসপূরমহিং মহিম্না ।
আপ্লাবিতাখিলসুসাধুজলাং সুখাব্ধৌ,
রাধামুকুন্দমুদিতাং যমুনাং নমামি ॥"

অনন্তর শ্রীগোবর্দ্ধনকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"সপ্তাহমেবাচ্যুতহস্তপঙ্কজে ভৃঙ্গায়মাণং ফলমূলকন্দরৈঃ ।
সংসেবমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি ॥"

অনন্তর শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ,
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিন্তাবদন্যস্থলৈঃ ।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ,
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥"

অনন্তর শ্রীশ্যামকুণ্ডকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং,
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ,
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্নিত্যমিত্থং ভজে ॥"

অনন্তর শ্রীব্রজবাসীদিগকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং,
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিতবিবিধকর্ম্মাপ্যনুদিনম্ ।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনাঃ,
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াঃ পুণ্যখচিতাঃ ॥"

অনন্তর শ্রীবৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিবেন ; যথা—

"চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতশুদ্ধসিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়সুরসোর্শ্মিসমূর্ম্মিময্যাঃ।
যে বৈ জগন্নিজগুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি,
তান্ বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনামপরান্ নমামি॥"
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

অনন্তর নিশান্তলীলা স্মরণ করিবেন। স্মরণপ্রণালী যথা—

"শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্যৈর্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ-
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজম্॥"

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর চরণকমলের সেবা শিবব্রহ্মাদিরও অগম্য। উহা কেবল নিজভক্তগণই করিয়া থাকেন। ঐ সেবা যাহাতে অপরেও লাভ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইতেছে। উহা সাধুগণ মনে মনে স্মরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম নবদ্বীপের দৈনন্দিন চরিতকে নমস্কার করি।

অনন্তর শ্রীহরিনামমহামন্ত্র (১) প্রতিদিন যথাশক্তি নিয়মিত সংখ্যাপূর্ব্বক জপ করিবেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার গুর্ব্বাদিকে নমস্কার করিবেন; যথা—

---

(১) হরিনাম মহামন্ত্র—এই মন্ত্র যুগভেদে ভিন্ন। "নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তি র্নারায়ণপরা গতিঃ॥" এইটি সত্য যুগের মহামন্ত্র। "রাম নারায়ণানন্ত

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

মুকুন্দ মধুসূদন।" কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥" এইটি ত্রেতাযুগের মহামন্ত্র। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥" এইটি দ্বাপরযুগের মহামন্ত্র। আর "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এইটি কলিযুগের মহামন্ত্র। মালাকে প্রণাম করিয়া একাগ্রচিত্তে উক্ত হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে হয়। জপকালে মস্তকাদি অঙ্গের চালনা করা নিষেধ, এবং তৎকালে মুখ মুদ্রিত রাখাই বিধি। জপে তর্জ্জনী অঙ্গুলী বর্জ্জিত। মধ্যমার মধ্যভাগে মালা রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক একটি মালা আকর্ষণ করিতে হয়। একবার মালা শেষ হইলে, পুনর্ব্বার জপের সময় সুমেরু লঙ্ঘন না করিয়া, মালা ঘুরাইয়া লইতে হইবে। মালা গ্রহণের মন্ত্র যথা—"অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং হরিনামজপেষু চ। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে তু প্রার্থয়ে॥" মালা রাখিবার মন্ত্র যথা—"পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমম্। রাধাকৃষ্ণস্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে॥" জপ সমর্পণের মন্ত্র যথা—"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতিঃ॥"

অনন্তর যথানিয়মে শৌচাদিকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক আচমন করিবেন। আচমনের প্রণালী যথা;—

হস্ত-পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণহস্তে বৈদিক আচমনের ন্যায় জল লইয়া, "কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ" এই তিনটি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে তিনবার জলপান করিবেন। "গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন, "মধুসূদনায় নম, ত্রিবিক্রমায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দক্ষিণ ও বাম পর্য্যায়ক্রমে ওষ্ঠ ও অধর মার্জ্জন, "বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উর্দ্ধাধঃক্রমে দুইবার মুখ মার্জ্জন, "হৃষীকেশায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ" বলিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন, "দামোদরায় নমঃ" বলিয়া তিনবার মস্তকে জলসেচন, "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মুখস্পর্শ, "সঙ্কর্ষণায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ ও বাম ক্রমে নাসিকাদ্বয় স্পর্শ, "অনিরুদ্ধায় নমঃ, পুরুষোত্তমায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ, "অধোক্ষজায় নমঃ, নৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ বাম ক্রমে কর্ণদ্বয় স্পর্শ, "অচ্যুতায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি স্পর্শ, জনার্দ্দনায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ, "উপেন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ, "হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবেন। অশক্ত হইলে, কেবল দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবেন।

অনন্তর স্নানার্থ (১) শুষ্ক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গঙ্গাদি তীর্থে গমন করিবেন। পরে তীর্থকে ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবেন; যথা—

"দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে॥"
"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥"

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীরের পবিত্র মৃত্তিকা লইয়া সমস্ত গাত্রে মাখিবেন। মন্ত্র যথা—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভক্তানাং প্রভবাবনি সুব্রতে।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥"

---

(১) স্নান সপ্তবিধ যথা—মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস। "শন্ন আপো" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্নানের নাম মান্ত্র স্নান; মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া স্নানের নাম পার্থিব স্নান; ভস্ম দ্বারা স্নানের নাম আগ্নেয় স্নান; গোধূলি দ্বারা স্নানের নাম বায়ব্য স্নান; রৌদ্র থাকিতে যে বৃষ্টি তাহাতে স্নানের নাম দিব্য স্নান; নদ্যাদিতে স্নানের নাম বারুণ স্নান; আর মানসে বিষ্ণু স্মরণের নাম অথবা মনে মনে তীর্থ জল দ্বারা স্নানের নামই মানস স্নান। অবস্থানুসারে এই সাতটির মধ্যে যে কোনরূপ একটি স্নান করিলেই পবিত্র হওয়া যায়।

পরে নাভিপরিমিত জলে নামিয়া নদীতে প্রবাহাভিমুখ ও অন্যত্র পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া দুই হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা মুখ চক্ষু নাসিকা ও কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রথমত অমন্ত্রক স্নান করিয়া আচমন ও সঙ্কল্প (১) করিবেন। পরে ইষ্টমন্ত্র পাঠ সহকারে চারি দিকে চারি হস্ত প্রমাণ জল মাপিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা তীর্থকে আবাহন করিবেন; যথা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

তদনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবেন; যথা—

"বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥"
"কলিন্দতনয়ে দেবি পরমানন্দবর্দ্ধিনি।
স্নামি তে সলিলে সর্ব্বাপরাধান্মাং বিমোচয়॥"
"পাবনং পাবনং স্বাক্ষাদ্ দুরিতানাং মহাসরঃ।
প্রসীদ কৃপণে মহ্যোবার্ত্তে ত্বং কৃষ্ণবল্লভম্॥"
উদ্ভূতং কৃষ্ণপাদাব্জাদরিষ্টবধতশ্ছলাৎ।
পাহি মাং পামরং স্নামি শ্যামকুণ্ড জলে তব॥"
"রাধিকাসমসৌভাগ্যং সর্ব্বতীর্থপ্রবন্দিতম্।
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড স্নামি তে সলিলে শুভে॥"

---

(১) সঙ্কল্পবাক্য এইরূপ; যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে।" রাগমার্গের উপাসকগণ স্নান প্রকরণে উক্ত মুদ্রা সকল ত্যাগ করিলেও করিতে পারেন।

অনন্তর তীর্থের জলে ধেনু-অবগুণ্ঠন কবচ ও অস্ত্র মুদ্রা ন্যাস ও দ্বাদশ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক, তীর্থের জল তাঁহার পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত ও অমৃত তুল্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অভিষেকার্থ ঐ জল কলসমুদ্রা দ্বারা তিন বার ইষ্টমন্ত্র জপ সহকারে, নিজের মস্তকে প্রদান করিবেন। পরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ঐ জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবেন।

তদনন্তর গাত্রাদি মার্জ্জন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত তীর্থমহিমাসূচক পদ্য কয়েকটি পাঠ করিবেন; যথা—

"মহাপাপভঙ্গে দয়ালো ত্ব গঙ্গে মহেশোত্তমাঙ্গে লসচ্চিত্তরঙ্গে।
দ্রবব্রহ্মধামাচ্যুতাঙ্ঘ্র্যব্জজা মাং পুনীহীনকন্যাপ্রবাহোর্ম্মি ধন্যা॥"
চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"
"অয়ে শ্রীসরঃ পাবনং নাম সার্থং ভবস্থানতং স্নানতো মাং কৃতার্থম্।
কুরুষ্বাশু গোপীরহঃকেলিকীর্ত্তিং বদন্তং বসন্তং ত্বয়া তুল্যবৃত্তিম্॥"
"অরিষ্টামৃতং নন্দসূনোঃ প্রকাশং মহানন্দবারীন্দিরাচিদ্বিলাসম্।
অরিষ্টং মমাগঃ প্রকৃষ্টং লুনীহি সদা শ্যামকুণ্ডং বপুর্নঃ পুনীহি॥"
"নমস্তে সমস্তেশ্বরপ্রেমবন্দ্যং মহাতীর্থনির্ম্মঞ্ছনীয়াঙ্ঘ্রিধন্যম্।
অয়ে রাধিকাকুণ্ড গোবিন্দনন্দং বপুর্নঃ পুনীহি প্রমোদীশনন্দম্॥"

অনন্তর তীরে উপবেশন ও গায়ত্রী দ্বারা শিখা বন্ধন পূর্ব্বক জলাদি দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে তিলক (১) করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আচমন করিবেন। পরে শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন; যথা—

(১) তিলকের নিয়ম পরে দেখিয়া লইবেন।

"যোঽস্বীকৃত্য কুতর্কবৃকপটলীমজ্ঞানমোহান্ধহৃৎ,
যঃ প্রোত্তংশ্চ কুকর্ম্মজাড্যমভিতো হৃৎপদ্মমুল্লাসয়ন্।
রাধামাধবগূঢ়রূপসরণীমুস্তাসয়ন্ ভাস্করঃ,
স ত্বং শ্রীগুরুদেব পাহি পতিতং মাং দীনমন্ধং জনম্॥"

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে যুগলমূর্ত্তির ধ্যান করিবেন; যথা;—

"কনকজলদগাত্রৌ নীলশোণাব্জনেত্রৌ,
মৃগমদবরভালৌ মালতীকুন্দমালৌ।
তরুণিতরুণবেশৌ নীলপীতাম্বরেশৌ,
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ॥"

পরিশেষে মূলমন্ত্র দশ বার জপ ও কামগায়ত্রী দ্বারা ইষ্ট দেবতার পাদপদ্মে পঞ্চাঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। প্রণামমন্ত্র যথা—

"কৃষ্ণায় কৃষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবনবিহারিণে।
নমস্তে বল্লবীশায় রাধিকাপতয়ে নমঃ॥"

তদনন্তর যথাসাধ্য গুর্ব্বাদির তর্পণ করিয়া গৃহে গমন করিবেন।

অনন্তর গৃহে আগমন করিয়া চন্দনাদি দ্বারা সম্প্রদায়ানুসারে তিলক ধারণ করিবেন। তিলক ধারণের প্রণালী; যথা—

ললাটে "কেশবায় নমঃ" উদরে "নারায়ণায় নমঃ" বক্ষঃস্থলে "মাধবায় নমঃ" কণ্ঠে "গোবিন্দায় নমঃ" দক্ষিণকুক্ষৌ "বিষ্ণবে নমঃ" দক্ষিণবাহুমধ্যে "মধুসূদনায় নমঃ" দক্ষিণস্কন্ধে "ত্রিবিক্রমায় নমঃ" বামকুক্ষৌ "বামনায় নমঃ" বামবাহুমধ্যে "শ্রীধরায় নমঃ" বামস্কন্ধে "হৃষীকেশায় নমঃ" পৃষ্ঠে "পদ্মনাভায় নমঃ" এবং কটিদেশে "দামোদরায় নমঃ" পরে হস্তধৌত জল

"বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে ধারণ করিবেন। (১)

অনন্তর ভগবৎপ্রবোধন। উহার প্রণালী, যথা—

প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম যথা—

"নমস্তে গুরুদেবায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে।
সর্ব্বমঙ্গলরূপায় সর্ব্বানন্দবিধায়িনে॥"

পরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা যথা,—

"শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দফলপ্রদ।
ব্রজানন্দপ্রদানন্দসেবায়াং মাং নিয়োজয়॥"

পরে শ্রীমন্দিরের দ্বারে আগমন পূর্ব্বক বোধনবাক্য পাঠ করিবেন; যথা—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
"দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥"

উক্ত বোধনবাক্য পাঠ করিয়া ঘণ্টাদিবাদ্যসহকারে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে। পরে দীপ জ্বালিয়া সিংহাসনের সমীপে গমন পূর্ব্বক শ্রীচরণ স্পর্শনানন্তর যত্নসহকারে

---

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ে ললাটে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে নামমুদ্রা ধারণ ও হরিমন্দির তিলক করা হয়। মধ্যে ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকের নাম হরিমন্দির তিলক।

শ্রীমূর্ত্তি উত্থাপন করিবেন। তদনন্তর, ইষ্টমন্ত্র দ্বারা আচমনার্থ জল ও দন্তকাষ্ঠাদি সমর্পণ, চরণাদি সংমার্জ্জন, নির্ম্মাল্যোত্তারণ এবং গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমনীয় ও তাম্বূলাদি নিবেদন পূর্ব্বক অভিলষিত স্তোত্রাদিপাঠ সহকারে মঙ্গলনীরাজন করিবেন।

নীরাজনের নিয়ম যথা—

কামবীজ স্মরণ সহকারে দীপ জ্বালিয়া, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বক বামহস্তের উপর দিয়া, দক্ষিণহস্ত বামদিকে এবং বামহস্ত দক্ষিণদিকে স্থাপনানন্তর তদবস্থাতেই উভয় হস্ত উক্ত প্রজ্বালিত দীপের উপর ঘুরাইতে হইবে। পরে মূলমন্ত্র স্মরণসহকারে ধেনুমুদ্রা দ্বারা ঐ দীপ নিবেদন পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। তদনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া এক পদ আসনে ও এক পদ ভূমিতে রাখিয়া ঘন্টাবাদন সহকারে শ্রীমূর্ত্তির চরণতল লক্ষ্যে চারি বার, নাভিদেশ লক্ষ্য করিয়া দুইবার, মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া একবার এবং সর্ব্বাঙ্গাভি-মুখে সাত বার ঐ দীপ ঘুরাইয়া তুলসী গরুড় ও বৈষ্ণবদিগের উদ্দেশে একবার ঘুরাইতে হইবে। এইরূপ সজল শঙ্খাদিও ঘুরাইতে হইবে। শঙ্খ ঘুরাইবার নিয়ম আট বার। নীরা-জনের সময়ে মৃদঙ্গাদিবাদ্যসহকারে প্রসিদ্ধ-মহাজন-রচিত পদ সকল গান করা উচিত।

অনন্তর প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জন ও পুষ্পাদি চয়ন কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্ম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই করিতে হইবে।

প্রাতঃকৃত্য।

সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশী ভিন্ন অপর সকল দিন তুলসী পত্র চয়ন করিবেন। তন্মন্ত্র যথা—

"তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥"
"ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনী॥"

অনন্তর সাধক সম্প্রদায়ানুসারে পূজোপকরণ সকল সংগ্রহ ও যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক শুরুদেবকে স্মরণ ও প্রণামাদি করিয়া স্নানার্থ দেবতার সমীপে প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবেন; যথা—

"যৎপাদশৌচতোয়েন যদ্দাসপাদবারিণা।
পবিত্রমখিলং বিশ্বং স ত্বং শ্রীশক্তিভিঃ সহ॥
নিমগ্নোঽপি মহানন্দবারিধৌ করুণার্ণব।
স্নানায় ভব গোবিন্দ ভক্তবাঞ্ছাভিপূরক॥"

তদনন্তর স্নানপাত্রোপরি তুলসীপত্রাসনে দেবতাকে স্থাপন করিয়া ঘণ্টাবাদন সহকারে পুরুষসূক্ত মন্ত্র, বেদাদিচতুষ্টয় মন্ত্র, গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র (১) জপ করিতে করিতে শঙ্খোদক দ্বারা যথাসম্ভব স্নান করাইবেন। পরে শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জ্জন বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধাপন

---

(১) পুরুষসূক্ত মন্ত্র যথা—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্। বেদাদি-চতুষ্টয় মন্ত্র যথা,—ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। গায়ত্রী মন্ত্র সকলেরই বিদিত থাকা সম্ভব বলিয়া দেওয়া হইল না।

এবং তিলকাদি দান ও যথানিয়মে নৈবেদ্যাদি নিবেদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আরাত্রিক করিবেন।

অনন্তর প্রাতঃকালের যে লীলা তাহা স্মরণ করিবেন। তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাতর্লীলা যথা—

"প্রাতঃ স্বঃসরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সংপূজ্য গৃহীতচারুবসনঃ স্রক্‌চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণুসমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য সদ্-
বীটক্বান্‌গৃহে ক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥"

যিনি প্রাতঃকালে স্বীয় পার্ষদবর্গে পরিবৃত হইয়া গঙ্গা-স্নানের পর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গঙ্গার পূজা করিয়া মনোহর বস্ত্র পরিধান ও মাল্যচন্দনাদি ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুগৃহে গমন করিয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনানন্তর স্বগণসহিত কিঞ্চিৎ প্রসাদ ও তাম্বূল গ্রহণ এবং ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করি।

পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

পূর্ব্বাহ্নসময়ে প্রথমতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পরে শ্রীবৃন্দাবনে সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে হইবে।

শ্রীধাম নবদ্বীপের ধ্যান যথা—

"ফুল্লশ্রীদ্রুমবল্লিতল্লজলসত্তীরা তরঙ্গাবলীরম্যামন্দমরুন্মরাল-জলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্। সদ্রত্নাচিতদিব্যতীর্থনিবহা শ্রীগৌর-পাদাম্বুজধূলীধূসরিতাঙ্গভাবনিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী। তস্যা-স্তীরসুরম্যহেমসুরসামধ্যে লসচ্ছ্রীনবদ্বীপো ভাতি সুমঙ্গলো

মধুরিপোরানন্দবন্যো মহান্। নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিনদৈর্হৃৎকর্ণহারী হি যঃ॥ তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরাগারালিরম্যাঙ্গনমারামোপবনালি-মধ্যবিলসদ্বেদীবিহারাস্পদম্। সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদ্-ভক্তালিনিত্যোৎসবং প্রত্যাগারমথারিমূর্ত্তিসুমহদ্ভাতীহ যৎ পত্তনম্॥ তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং শ্রীনারা-য়ণগেহমত্রবিলসৎসঙ্কীর্ত্তনপ্রাঙ্গনম্। লক্ষ্যান্তঃপুরপাকভোগশয়ন-শ্রীচন্দ্রশালং পুরং যদ্গৌরাঙ্গহরের্বিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃহি-তম্॥ তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তরামুক্তাদামবিচিত্র-হেমপটলং যদ্ ভাতি রত্নাচিতম্। দেবদ্বারসুবৃষ্টমৃষ্টমণিকুট্টশোভা-কবাটান্বিতং সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরম্॥ তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখর-শ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে। কূর্ম্মাকারমহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠে-হম্বুজে আকাশাতরচন্দ্রপত্রবিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনম্॥ পার্শ্বা-ধঃপদ্মপট্টীঘটিতহরিমণিস্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণি-মহামৌক্তিক্যকান্ত্যুজ্জ্বলম্। তূলাস্তশ্চীনচেলাসনমুড়ুপমৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠো-পধানং স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্॥"

আত্মধ্যান যথা—

"দিব্যশ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ। শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ॥"

তদনন্তর কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান যথা—

"হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যসংস্থং সিংহাসনোধোস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্। ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্॥ মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্। শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মন্দস্মিতং পূর্ণকলানিধানম্॥"

ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বাহ্য উপচারে পূজা করিবেন।

বাহ্য উপচার দ্বারা পূজার প্রণালী যথা—

"ইদমাসনং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "এতৎ পাদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ।" "এষোঽর্ঘ্যঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদমাচমনীয়ং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। এষ মধুপর্কঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং পুনরাচমনীয়ং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং স্নানীয়ং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং সোত্তরীয়-বস্ত্রং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদমাভরণং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "এষ গন্ধঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং পুষ্পং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "এষ ধূপঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "এষ দীপঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং নৈবেদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং পানীয়জলং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদমাচমনীয়ং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "এতৎ তাম্বূলং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং পুনরাচমনীয়ং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং যজ্ঞোপবীতং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "ইদং মাল্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"। এইরূপ ক্রমে পূজা করিয়া দশবার গুরুগায়ত্রী জপ করিবেন।

গুরুগায়ত্রী যথা—

"ঐঁ শ্রীগুরুদেবায় বিদ্মহে কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ"। পরে ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবেন। তদনন্তর নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিবেন।

"হে শ্রীগুরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো
স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীনহিতাবতার
প্রসীদ রাধাপ্রণয়প্রচার॥"

স্তবপাঠের পর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম যথা—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

পরে "ওঁ গুরুপাদুকেভ্যো নমঃ" বলিয়া শ্রীগুরুর পাদুকা পূজা করিবেন।

তদনন্তর "ওঁ পরমগুরুভ্যোঃ নমঃ" বলিয়া পরমগুরুর পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

"পাদাব্জমহসা মহাকুমতিমোহবিধ্বংসকং
ব্রজপ্রণয়সুশ্রিয়ং প্রণততাপসংহারকম্।
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকং
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্রসন্তারকম্॥"

তাহার পর "ওঁ পরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ" বলিয়া পরাৎপরগুরুর পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম যথা—

"রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজভাবমূর্ত্তয়ে, বৃন্দাবনপ্রেমসুধামরদ্রবে।

কারুণ্যবারাং নিধয়ে মহাত্মনে পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমোহস্তু তে।"

পরে "ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যোঃ নমঃ" বলিয়া পরমেষ্ঠিগুরুর পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম যথা—

"মহামহিমবন্দিতং সকলসত্বভদ্রাকরং,
ব্রজেন্দ্রসুতসেবনপ্রণয়সীধুবিশ্বম্ভরম্।
কৃপাময়কলেবরং রসবিলাসভূষাধরং,
নমামি পরমেষ্ঠিনং গুরুমহং সদা শঙ্করম্॥"

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবেন—

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥"

পরে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "ওঁ শান্তিঃ শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্মারাধনেষু শান্তি র্ভবতু" এই শান্তি পাঠ করিবেন।

অনন্তর সামান্যার্ঘ্য। নিজের বামভাগে ত্রিকোণ নির্ম্মাণান্তর তন্মধ্যে গোলাকার মণ্ডল ও গোলাকার মণ্ডলের মধ্যে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" বলিয়া গন্ধ আতপতণ্ডুল ও পুষ্পাদি দ্বারা ত্রিকোণের ও মধ্যস্থলের পূজা করিয়া "ফট্" মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র ধৌত করিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক "নমঃ" বলিয়া ঐ ধৌত অর্ঘ্যপাত্র জলপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে

দূর্ব্বা, গন্ধ ও পুষ্পাদি নিঃক্ষেপ করিবেন। পরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক জল শোধন করিয়া "বং" মন্ত্র পাঠ সহকারে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দশবার প্রণব বা বীজমন্ত্র জপ করিয়া উক্ত জল দ্বারা আপনাকে, দ্বারদেবতাকে ও পূজোপকরণ সকলকে অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ ঐ সকলে জলের ছিটা দিবেন।

"ঐঁ" মন্ত্রে গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা সামান্যতঃ শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চনানন্তর তাঁহার আজ্ঞা লইয়া "ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বারদেবতার এবং "ওঁ বাস্তুপুরুষাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া বাস্তু-পুরুষাদির অর্চ্চনা করিয়া আসন গ্রহণ করিবেন। উহার প্রয়োগ যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ" বলিয়া আসনকে গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, আসন ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ" "ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে পূজার্থ আনীত পুষ্পগুলি হস্তে ধরিয়া "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একটি পুষ্প লইয়া "ঐং রং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দুই হস্তে ঐ পুষ্পটি মর্দ্দন পূর্ব্বক করশোধন করিয়া বামদিকে ফেলিয়া দিবেন, এবং ধৃত পুষ্পগুলি জল দ্বারা শোধন করিয়া লইবেন। অনন্তর "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা, যে ভূতা

বিঘ্নকর্ত্তার স্তে নশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “অস্ত্রায় ফট্” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বামপদের পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালির তিনটি আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন এবং ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উর্দ্ধোর্দ্ধ তিনটি করতালি দ্বারা আন্তরীক্ষ বিঘ্ন সকল নিবারণ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সকলকে নিবারণ করিয়া ছোটিকা অর্থাৎ তুড়ি দ্বারা দশ-দিক্ বন্ধন করিবেন।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামে গুরুপরম্পরাকে, দক্ষিণে গণপতিকে, সম্মুখে দুর্গাকে ও পৃষ্ঠভাগে ক্ষেত্রপালকে নমস্কার করিবেন।

অনন্তর ভূতশুদ্ধি। করকচ্ছপিকা নামক মুদ্রা বন্ধন পূর্ব্বক “সোঽহং” (আমি সেই ভগবদ্দাস) এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে হৃৎপদ্ম হইতে মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ আমি তদংশভূত তদধীন নিত্যদাস এই প্রকার ভাবনা সহকারে তাঁহার নিকট স্থাপন করিবেন। পরে ঐ পরমাত্মাতে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সকলকে লীন ভাবনা করিবেন। তদনন্তর মনে মনে নাভিস্থ বায়ু দ্বারা পাপ কৃষ্ণবর্ণ দেহকে শোষণ করিয়া হৃদয়স্থ বহ্নি দ্বারা ঐ দেহকে দগ্ধ করিবেন। পরে ললাটস্থ সহস্রার মহাপদ্মে অব-স্থিত সম্পূর্ণমণ্ডল শুদ্ধ অমৃতাত্মক চন্দ্রকে চিন্তা করিয়া ঐ চন্দ্র হইতে বিগলিতা বর্ণময়ী ধারা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ভস্মীভূত দেহকে প্লাবিত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ বর্ণময়ী ধারা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী শরীর উৎপাদন করিবেন। পরে “বক্ত্রাম্ভোধিস্থপোতো-ল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথ গুণ-

মপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্। বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নলসিতাপীন-বক্ষোরুহাঢ্যা দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ॥” এই মন্ত্র দ্বারা প্রাণশক্তিকে স্মরণ করিয়া ঐ দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মার নিকট হইতে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিবেন।

এইরূপ কেবল চিন্তা দ্বারা ভূতশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক যথা-শক্তি মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র জপ দ্বারা প্রাণায়াম অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তিপ্রধান চঞ্চল প্রাণবায়ুকে সংযত করিবেন।

অনন্তর ন্যাস। ন্যাস মন্ত্রানুসারে প্রায়ই বিভিন্ন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রের ন্যাস প্রদর্শিত হইল।

ঋষ্যাদিন্যাস। অস্য শ্রীগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতা কামঃ বীজং বহ্নিপ্রিয়া শক্তিঃ প্রকৃতিঃ কৃষ্ণঃ দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিমতার্থে বিনি-য়োগঃ। “শ্রীনারদায় ঋষয়ে নমঃ” মস্তকে, “গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ” মুখে, “সকললোকমঙ্গলায় নন্দগোপতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ” হৃদয়ে, “ক্লীং বীজায় নমঃ” দক্ষিণস্তনে, “স্বাহা শক্তয়ে নমঃ” বামস্তনে, “কৃষ্ণায় প্রকৃতয়ে নমঃ” হৃদয়ে, “দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ নমঃ” হৃদয়ে ন্যাস করিবেন।

করন্যাস। “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ” করদ্বয়ে, “ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, “গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ” তর্জ্জনীদ্বয়ে, “গোপীজন মধ্যমাভ্যাং নমঃ” মধ্যমাদ্বয়ে, “বল্লভায় অনামিকাভ্যাং নমঃ” অনামিকাদ্বয়ে, “স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ” কনিষ্ঠাদ্বয়ে।

অঙ্গন্যাস। “ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ” অঙ্গুষ্ঠবর্জ্জিত করশাখা

দ্বারা হৃদয়ে, "গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা" অঙ্গুষ্ঠবর্জ্জিত করশাখা দ্বারা মস্তকে, "গোপীজন শিখায়ৈ বষট্" অঙ্গুষ্ঠমধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখাতে "বল্লভায় কবচায় হুং" উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে, "স্বাহা" সর্ব্বদিকে।

ব্যাপকন্যাস। সমস্ত মূলমন্ত্রে কেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত উভয় হস্ত দ্বারা তিন বার ন্যাস করিয়া প্রণব বা কামবীজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর একবার ন্যাস করিবেন। পরে মন্ত্রের এক একটি অক্ষর বিন্দুযুক্ত ও নমঃশব্দযুক্ত করিয়া যথাক্রমে মস্তকে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিদ্বয়ে ও গুহ্যে ন্যাস করিবেন। পরে অবশিষ্ট দুইটি অক্ষরের একটি জানুদ্বয়ে ও অপরটি পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবেন।

তদনন্তর কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে পঞ্চ-তত্ত্বের ধ্যান ও পূজা করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ধ্যান যথা—

"শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্ দিব্যভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥"

ধ্যানের পর মানসী পূজা। মানসী পূজার প্রার্থনা যথা—

"স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থপরিভাবিতাম্॥

ঐ মানসী পূজা যতক্ষণ না নিজের মনের তৃপ্তি হয়, ততক্ষণই করিতে পারা যায়।

মন্ত্র যথা—"ক্লীঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ"।

গায়ত্রী যথা—"ক্লীঁ বিশ্বম্ভরায় বিদ্মহে কৃষ্ণচৈতন্যায় ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ"।

প্রণাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান যথা—

মত্তেভেন্দ্রবিনিন্দিসুন্দরগতিশ্রীপাদমিন্দিবর-
শ্রেণীশ্যামসদম্বরং তনুরুচা সান্দ্রেন্দুসম্মর্দ্দকম্।
প্রেমাঘূর্ণসুকঞ্জখঞ্জনমদাভিন্নেত্রহাস্যাননং
নিত্যানন্দমহং স্মরামি সততং ভূষোজ্জ্বলাঙ্গশ্রিয়ম্॥"

মন্ত্র যথা—"ওঁ নিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ"।

গায়ত্রী যথা—"ওঁ নিত্যানন্দায় বিদ্মহে বলদেবায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ"।

প্রণাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের ধ্যান যথা—

"সদ্ভক্তালিনিষেবিতাঙ্ঘ্রিকমলং কুন্দেন্দুশুক্লাম্বরং
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্।
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গভূষান্বিত-
মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈকন্দং প্রভুম্॥"

মন্ত্র যথা—"ওঁ অদ্বৈতায় নমঃ।"

গায়ত্রী যথা—"ওঁ শিবরূপায় বিদ্মহে ঈশাবতারায় ধীমহি তন্নোঽদ্বৈতঃ প্রচোদয়াৎ"।

প্রণাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্গদাধর পণ্ডিতের ধ্যান যথা—

কারুণ্যৈকমরন্দপদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
স্কাম্বুলার্পণভঙ্গিদক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সম্বরম্।

"প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলম্ ॥"

মন্ত্র যথা—"ওঁ গদাধরায় নমঃ"।

গায়ত্রী যথা—"ও গদাধরায় বিদ্মহে ঈশশক্তয়ে ধীমহি তন্নো ভক্তঃ প্রচোদয়াৎ"।

প্রণাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ধ্যান যথা—

"শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তবরং দ্বিজম্।
শ্রীবাসপণ্ডিতং ধ্যায়েৎ গৌরভক্তিপ্রদং মুনিম্ ॥"

মন্ত্র যথা—"ওঁ শ্রীবাসায় নমঃ।

গায়ত্রী যথা—"ওঁ শ্রীবাসায় বিদ্মহে ঈশভক্তায় ধীমহি তন্নো মুনিঃ প্রচোদয়াৎ"।

প্রণাম যথা—

"যঃ শ্রীনারদরূপেণ হরেনামানি কীর্ত্তয়ন্।
পুনাতি সকলং বিশ্বং শ্রীবাসং তং নমাম্যহম্ ॥"

পঞ্চতত্ত্বের পূজার পর পারিষদবর্গের পূজা। পারিষদবর্গের পূজা নামমন্ত্র দ্বারাই কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের পূজোপহার পৃথক্ করিতে হইবে। কাহারও নিবেদিত কাহাকেও প্রদান করার প্রথা নাই। অপর পারিষদ সকলকে নিবেদিত বস্তুই নিবেদন করা হয়। সাধকের ভাবানুসারে পৃথক্ পৃথক্ উপহারও কল্পিত হইতে পারে। পারিষদবর্গের পূজা শ্রীকৃষ্ণের আবরণপূজার অনুরূপ।

মানসী পূজার পর বহিঃপূজন।

বাহ্যপূজার প্রণালী যথা—

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি।

প্রথমতঃ নিজের বামদিকে সম্মুখভাগে চন্দনাদি দ্বারা ত্রিকোণ প্রভৃতি মণ্ডল লিখিয়া ঐ মণ্ডলে "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে জলদ্বারা ধৌত শঙ্খাধারকে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" মন্ত্র দ্বারা স্থাপন করিয়া তদুপরি "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা ধৌত শঙ্খকে স্থাপন করিবেন। পরে শঙ্খে "হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা গন্ধপুষ্পাদি প্রক্ষেপ করিবেন। পরে "ক্ষং হইতে অং" পর্য্যন্ত বিলোমমাতৃকা অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে উক্ত অক্ষর সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক "শিরসে স্বাহা" বলিয়া ঐ শঙ্খকে জলদ্বারা পূর্ণ করিবেন। পরে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শঙ্খাধারে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবেন। পরে "অং অর্ক-মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ শঙ্খে অর্কমণ্ডলের পূজা করিবেন। পরে "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ শঙ্খস্থজলে সোমমণ্ডলের পূজা করিবেন। পরে "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" মন্ত্র পাঠ সহকারে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা অর্কমণ্ডল হইতে শঙ্খমধ্যে তীর্থ সকলকে আবাহন করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাবহ" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে হৃৎপদ্ম হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আবাহন করিয়া "শিখায়ৈ বষট্", এই মন্ত্র দ্বারা গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। পরে "নেত্রাভ্যাং বৌষট্" এই মন্ত্র দ্বারা ঐ জল দর্শন পূর্ব্বক "কবচায় হুম্" এই মন্ত্র দ্বারা অব-গুণ্ঠন করিবেন। পরে ঐ জলে মূলমন্ত্রের পঞ্চাঙ্গন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার জলে গন্ধাদি প্রদান করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কূর্চ্চ দ্বারা অর্থাৎ হুং বীজ দ্বারা ঐ জল স্পর্শ করিয়া সপ্রণব 'বং' এই অমৃতবীজ দ্বাদশবার জপ করিয়া "সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"

এই মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার গন্ধাদি প্রদান করিয়া জলকে চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শঙ্খ স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবেন। পরিশেষে ঐ জল প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ করিয়া শেষ জল দ্বারা সমস্ত অর্চ্চনদ্রব্য ও আপনার শরীরকে মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করিবেন। ইহার নাম শঙ্খস্থাপন। পরে ঘণ্টাস্থাপন—

নিজের বামভাগে আধারের উপর কামবীজ উচ্চারণ সহকারে ঘণ্টা রাখিয়া "ওঁ জয়ধ্বনি ঘণ্টে মাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা ঘণ্টাকে অর্চ্চনা করিয়া বাজাইবেন। ইহাই ঘণ্টাস্থাপন।

অনন্তর প্রার্থনা—

"অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।"

পরে পীঠপূজা। পীঠপূজা যথা—

তাম্রাদিনির্ম্মিত আসনে চন্দনাদি দ্বারা প্রথমে কর্ণিকা ষোড়শটি কেশর ও আটটি দল বিশিষ্ট একটি পদ্ম অঙ্কিত করিবেন। পরে তাহার বেষ্টনস্বরূপ পর পর তিনটি বৃত্ত অঙ্কন করিবেন। ঐ বৃত্তের বাহিরে চারিদিকে চারিটি দ্বারযুক্ত একটি মণ্ডল অঙ্কন করিতে হইবে। পরে ঐ অঙ্কিত পদ্মটিকে জল দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে পীঠপূজা করিতে হইবে। পীঠমধ্যস্থ ভগবানের বামদিকে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত নিজ গুরুবর্গ গুরুপাদুকা ও নারদাদি সিদ্ধপুরুষ সকলের নামমন্ত্র উচ্চারণে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া দক্ষিণভাগে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীর পূজা করিতে হইবে। মধ্যে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ, এই সকলের পূজা করিতে হইবে। পরে অগ্নিকোণে ধর্ম্মের, নৈঋতকোণে জ্ঞানের,

বায়ুকোণে বৈরাগ্যের, ঈশানকোণে ঐশ্বর্য্যের, পূর্ব্বদিকে অধর্ম্মের, দক্ষিণদিকে অজ্ঞানের, পশ্চিমদিকে অবৈরাগ্যের এবং উত্তরদিকে অনৈশ্বর্য্যের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার পীঠমধ্যে অনন্তং পদ্মং অং অর্কমণ্ডলং উং সোমমণ্ডলং মং বহ্নিমণ্ডলং নমঃ সং সত্ত্বায় রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ বলিয়া প্রত্যেকের পূজা করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বাদি অষ্টদলে বিমলায়ৈ উৎকর্ষিণ্যৈ জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ যোগায়ৈ প্রহ্বৈ সত্যায়ৈ ঈশানায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিতে হইবে। তদনন্তর ঐ পীঠোপরি শালগ্রামাদি মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিয়া ইষ্টমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

তদনন্তর যথাবিধি আসনাদি উপচার সমর্পণ। আসনাদ্যর্পণের নিয়মাদি যথা—

স্বর্ণময়াদি আসন পুষ্পাঞ্জলির সহিত গ্রহণপূর্ব্বক "সর্ব্বান্তর্যামিণে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্॥" এই বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইদমাসনং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি স্বাহা" (স্ত্রীশূদ্রাদি নমঃ) বলিয়া আসন অর্পণ করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ, ইদমাসনমাস্যতাং সুখম্" এই প্রার্থনা করিবেন। পরে "যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে। তস্য তে পরমেশান সুস্বাগতমিদং বপুঃ॥" এই বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "শ্রীগৌরাঙ্গ, সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোমি" বলিয়া স্বাগতমুদ্রা দ্বারা স্বাগতপ্রশ্ন করিবেন। পরে শ্যামার্কদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাযুক্ত জল বা কেবল জল তাম্রাদিপাত্রে গ্রহণ করিয়া "যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লবঃ। তস্য তে চরণা-

ন্ধায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে।" বলিয়া চরণলক্ষ্যে অর্পণ করিবেন। পরে তিল সর্ষপ পুষ্প গন্ধ দূর্ব্বা যব ও কুশাগ্রযুক্ত জল বা কেবল জল শঙ্খাদিপাত্রে গ্রহণ করিয়া "তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দ-লক্ষণম্। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥" বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে "ইদমর্ঘ্যং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য মস্তকে সমর্পণ করিবেন। এবং জাতি লবঙ্গ কঙ্কোলিযুক্ত জল বা কেবল জল পাত্রে গ্রহণ করিয়া "বেদানামপি বেদায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে॥" এই বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে "ইদমাচ-মনীয়ং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ করে সমর্পণ করিবেন। পরে ঘৃত-মধু-দধি-যুক্ত মধুপর্ক কাংস্যাদিপাত্রে গ্রহণপূর্ব্বক "মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে" বলিয়া মূল-মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইদং মধুপর্কং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া মুখে সমর্পণ করিবেন। পরে "ভগবন্ স্নানভূমি-মলংকুরু" এইরূপ বিজ্ঞাপন করিয়া পীঠ হইতে উত্থিত ভাবিয়া "ভগবতঃ পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পাদুকাদ্বয় সাক্ষাৎ বা ভাবনা দ্বারা সমর্পণ করিবেন, এবং শ্রীবিগ্রহ বা শিলাদিকে তাম্রাদিপাত্রে স্থাপন করিয়া চন্দন-কর্পূর-পুষ্পাদি-বাসিত জল শঙ্খে করিয়া "পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গো-পাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥" বলিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া "ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া স্নান করাই-বেন। পরে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অঙ্গের জল অপসারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া পরিধেয় বস্ত্র লইয়া "মায়াচিত্রপটা-চ্ছন্ননিজগূঢ়োরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞান বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্॥"

বলিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ইদং পরিধেয়ং বাসঃ শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া সমর্পণ করিবেন। পরে উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া "যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্॥" বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইদমুত্তরীয়-বাসঃ শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবেন। পরে যজ্ঞোপবীত লইয়া "যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে॥" বলিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "যজ্ঞোপবীতং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবেন। পরে স্বর্ণরৌপ্যাদিময় ভূষণ লইয়া "স্বভাব-সুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্য-মরার্চ্চিত॥" বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইমানি ভূষণানি শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবেন। পরে চন্দনাগুরুকর্পূরমিশ্র গন্ধ লইয়া "পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তক। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥" বলিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ইমং গন্ধং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিবেন। পরে পুষ্প লইয়া "তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥ বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইমানি পুষ্পাণি শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া সম-র্পণ করিবেন এবং মূলমন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্রাদি অপরাপর উপচার সকলও সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর অঙ্গপূজা। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ। অতএব অঙ্গপূজাস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের পূর্ব্বলিখিত ধ্যান করিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

অনন্তর উপাঙ্গপূজা। উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ। অতএব

উপাঙ্গপূজাস্থলে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের ধ্যান করিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের ধ্যান যথা—

যে চৈতন্যপদারবিন্দমধুপাঃ সৎপ্রেমভূষোজ্জ্বলাঃ শুদ্ধস্বর্ণ-রুচো দৃগম্বুপুলকস্বেদৈঃ সদঙ্গশ্রিয়ঃ। সেবোপায়নপাণয়ঃ স্মিতমুখাঃ শুক্লাম্বরাঃ সদ্বরাঃ শ্রীবাসাদিমহাশয়ান্ সুখময়ান্ ধ্যায়েম তান্ পার্ষদান্॥"

প্রণাম যথা—

যে তীর্থপ্রমিতাঃ পুনন্তি জগতঃ সদ্বৈষ্ণকল্পাঃ প্রতি-
কুর্ব্বন্তীন্দুনিভাঃ কৃপামৃতরুচোঽপ্যাপ্যায়য়ন্তি স্বয়ম্।
সুস্নিগ্ধা হরিচন্দনানি কলয়ন্ত্যাভূষয়ন্ত্যদ্ভুতা
রত্নানীব হিতান্ নমামি সততং শ্রীবাসমুখ্যান্ মুহুঃ॥"

অনন্তর অস্ত্রপূজা। অস্ত্র শ্রীভগবানের নাম। অতএব অস্ত্রপূজাস্থলে "শ্রীভগবন্নামভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

অনন্তর পার্ষদপূজা। পার্ষদ শ্রীগদাধরপণ্ডিতাদি। অতএব পার্ষদপূজাস্থলে "শ্রীগদাধরপণ্ডিতাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

অনন্তর ধূপদান যথা।—তৈজসাদিপাত্রে ষোড়শাঙ্গ ধূপ রাখিয়া "এষ ধূপো নমঃ" বলিয়া জল দ্বারা উৎসর্গ করিয়া "বনস্পতি-রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপো-ঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" বলিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ইমং ধূপং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত ঘণ্টা বামহস্ত দ্বারা বাজাইতে বাজাইতে দেবতার নাভিদেশ পর্য্যন্ত

ধূপপাত্র উত্থাপন করিয়া অর্পণ করিবেন। অনন্তর গব্য ঘৃত বা তৈল দ্বারা তৈজসাদি পাত্রে দীপ জ্বালিয়া "এষ দীপো নমঃ" বলিয়া জল দ্বারা উৎসর্গ করিয়া "সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইমং দীপং শ্রীগৌরাঙ্গায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঘণ্টাবাদন সহকারে আরাত্রিকের ন্যায় ঘুরাইয়া অর্পণ করিবেন।

অনন্তর নৈবেদ্যার্পণ। দেবতার সম্মুখে স্থান সংস্কার করিয়া তৈজসাদিপাত্রে নৈবেদ্য লইয়া অস্ত্রমন্ত্রজপ্ত জল দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক চক্রমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ ও জলে দ্বাদশবার বায়ুবীজ যং জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা উক্ত নৈবেদ্যের দোষ সংশোষণ করিয়া নিজের দক্ষিণকরতলে বহ্নিবীজ রং ধ্যান করিয়া ঐ দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে বামকর সংলগ্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বহ্নিবীজ হইতে উত্থিত বহ্নি দ্বারা উক্ত নৈবেদ্যের শুষ্কতা দোষ দগ্ধ করিয়া নিজের বামকরতলে অমৃতবীজ বং ধ্যান করিয়া তদুপরি দক্ষিণকরতল স্থাপন করিয়া চিন্তিত অমৃতবীজ হইতে উত্থিত অমৃতধারা দ্বারা উক্ত নৈবেদ্যকে সিক্ত করিয়া জলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নৈবেদ্যকে প্রোক্ষণ করিয়া ঐ নৈবেদ্য অমৃতাত্মক হইল, ভাবিয়া উহাকে বামহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণানন্তর ঐ নৈবেদ্যকে এবং দেবতাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসীপত্রযুক্ত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" বলিয়া সমর্পণ করিবেন। পরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গকে জল-

গণ্ডূষ প্রদান করিয়া বামহস্ত দ্বারা গ্রাসমুদ্রা দেখাইবেন। পরে দক্ষিণহস্ত দ্বারা যথাক্রমে "প্রাণায় স্বাহা" "অপানায় স্বাহা" "ব্যানায় স্বাহা" "উদানায় স্বাহা" "সমানায় স্বাহা" বলিয়া প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবেন। পরে ঘণ্টা বাজাইয়া যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া "শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরকরসিতং পায়সাপূপসূপং লেহ্যং পেয়ং সুচোষ্যং শিতমমৃতফলং পূরিকাদ্যং সুখাদ্যম্। আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচস্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব॥" এই শ্লোকটি পাঠ করিবেন।

অনন্তর ভোজনবিজ্ঞপ্তি; যথা—"দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে ব্রজগবাং দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ মুররিপো। যশোদায়াস্তন্যে ব্রজযুবতিদত্তে মধুনি তে যদাসীদামোদস্তময়মুপহারেঽপি কুরুতাম্। যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যার্পিতে যাদৃশী যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে। ভারদ্বাজসমর্পিতে শবরিকাদত্তেঽধরে যোষিতাং যা বা তে মুনিভাবিনীবিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপি তামর্পয়॥ ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে দত্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়া লম্ভিতে। তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণা রাধানিদেশাত্ময়া ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতোঽস্ত্বিহাপি ভগবন্ রম্যোপহারে রতিঃ॥" অনন্তর ভোজনসমাপ্তি চিন্তা করিয়া যবনিকা অপসারণ পূর্ব্বক "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পুনর্ব্বার জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া "ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি" বলিয়া আচমনার্থ জলাদি সমর্পণ করিবেন। পরে তাম্বূলাদি অর্পণ করিবেন। তদনন্তর মহাপ্রসাদনৈবেদ্যাদি ভক্তবর্গের সকলকে

নিবেদন করিবেন। গুরুবর্গকে অনিবেদিত নৈবেদ্যাদিই প্রদান করিবেন। পরিশেষে শঙ্খাদি বিবিধ বাদ্য সহকারে মহানীরাজন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক স্তবাদি পাঠ করিবেন।

স্তবপাঠের পর "ইতি বিদ্যাতপোযোগবয়োভির্বিষ্ণুরীড়িতঃ। বাগ্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন। প্রণাম অন্ততঃ তিন বার করা উচিত এবং প্রত্যেক প্রণামেই "প্রসীদ ভগবন্" বলা উচিত। তদনন্তর নামকীর্ত্তন ও চারিবার প্রদক্ষিণ করিয়া কর্ম্মাদি সমর্পণ করিবেন। কর্ম্মাদি সমর্পণের মন্ত্র যথা—"ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং শ্রীগৌরাঙ্গার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ে ওঁ তৎসৎ।" পরে দক্ষিণহস্ত দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল লইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে প্রদান করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন—"পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব। তৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যন্তেঽস্ত জনার্দ্দন॥" অনন্তর আত্মার্পণ—"অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা। তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্য-মিত্যাত্মানং সমর্পয়ে॥" অনন্তর জপ। মন্ত্রার্থ স্মরণ পূর্ব্বক সাধ্যা-নুসারে এক শত আট বা হাজার আট ইষ্টমন্ত্র ও গায়ত্রী জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে" বলিয়া মনে মনে শ্রীভগবানের হস্তে কিঞ্চিৎ জল সমর্পণ করিবেন। তদনন্তর প্রার্থনা যথা—"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎপূজিতো ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং

ফলং জলম্। আবেদিতং নিবেদ্যন্ত তদ্গৃহাণানুকম্পয়া। বিধি-মন্ত্রবিহীনং বা যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্। ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি। অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্। ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্। স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ। ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্॥" তদনন্তর অপরাধক্ষমাপণ—"অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া। দাসোঽহমিতি মত্বা তৎ সর্ব্বং ত্বং ক্ষন্তু-মর্হসি॥ প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান যথা—

"তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং নবীননীরদাম্বরাম্।
মুক্তাহারস্ফুরচ্চারুপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শ্রীবিশ্বম্ভরবামস্থাং ক্ষীণমধ্যাং সুলোচনাম্।
স্মরেদ্ বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মন্ত্র যথা—

"শ্রীঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণাম যথা—

"শ্রীগৌরসুন্দরপ্রেষ্ঠাং গৌরভক্তিপ্রদায়িনীম্।
বিষ্ণুপ্রিয়াভিধাং দেবীং প্রণমামি সনাতনীম্॥"

যুগলধ্যান যথা—

"বিমলকণকগাত্রৌ ফুল্লশোণাব্জনেত্রৌ
মৃগমদবরভালৌ মালতীকুন্দমালৌ।
তরুণিতরুণবেশৌ নীলশুক্লাম্বরেশৌ
স্মর হৃদয়সরোজে শ্রীলবিষ্ণুপ্রিয়েশৌ॥"

যুগলমন্ত্র যথা—

"ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং নমঃ ॥"

যুগল প্রণাম যথা—

"নমস্তে গৌরচন্দ্রায় শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপিণে।
নমো বিষ্ণুপ্রিয়েশায় নবদ্বীপবিহারিণে ॥"

অনন্তর পূর্ব্বাহ্নলীলা স্মরণ করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাহ্নলীলা যথা—

পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং,
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্ নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥"

পূর্ব্বাহ্নে যিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবাসিত বারি দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভক্তবর্গের সহিত পরমানন্দে কখন নিজ ভবনে কখন বা ভক্তগণের ভবনে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পুরবাসীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি।

মধ্যাহ্নকৃত্য।

নিত্যপাঠাদি কার্য্য সমাপনের পর মধ্যাহ্নস্নান ও পূজাদি করিয়া মধ্যাহ্নলীলা স্মরণ করিতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যাহ্নলীলা যথা—

"মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়দ্ভির্ভৃশং,
সাদ্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহশ্রীলাবধূতপ্রভুঃ।

আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈর্ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে,
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥"

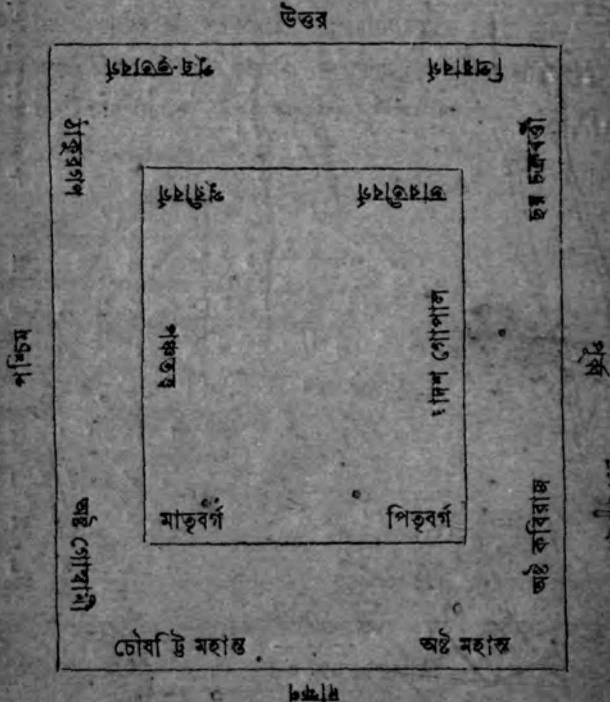
মধ্যাহ্নে যিনি স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিত অতিশয় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধরাদির সহিত মৃদু-মন্দপবনহিল্লোলে শিশিরিত ভৃঙ্গবিহঙ্গাদির কলরবে আমোদিত গঙ্গাতীরবর্ত্তি উপবনে শ্রীবৃন্দাবন স্মরণে ভ্রমণ করিতে থাকেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি।

চরণামৃত ধারণের মন্ত্র যথা—"অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্। বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥"

অনন্তর তুলসীবনপূজা।—প্রথমতঃ "নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ। তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে।" এই বলিয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। পরে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্তব করিবেন। স্তব যথা—মহা-প্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী আধিব্যাধিহরা নিত্যং তুলসি ত্বং নমোঽস্তু তে।" স্তবের পর প্রার্থনা যথা—"শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্। বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে।" প্রণাম পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। প্রণামের পর প্রদক্ষিণ ও পুনর্ব্বার প্রণাম করিবেন।

ভোগমালা।

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগ সাজাইবার প্রণালী যথা—
প্রথমেই পঞ্চতত্ত্বের ভোগারাধনা করিতে হয়।



ভক্তরূপ শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, ভক্তাখ্য শ্রীবাসপণ্ডিত এবং ভক্তশক্তি শ্রীগদাধরপণ্ডিত। এই পঞ্চতত্ত্বের ভোগগুলি পূর্ব্বাভিমুখে সংস্থাপন করিতে হইবে॥ ৫॥

ইহার পরে পুরীবর্গের ভোগ সংস্থাপন। পঞ্চতত্ত্বের বামদিকে, পুরীগণ দক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করিবেন। পুরীগণ যথা ;—মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথপুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহানন্দপুরী, সুখানন্দপুরী, অনন্তপুরী ও রামচন্দ্রপুরী ॥১০॥

এই পুরী গোস্বামীদিগের বামভাগে দক্ষিণমুখে ভারতী গোস্বামীদিগের ভোগ সংস্থাপন করিতে হয়। ভারতী গোস্বামিগণ যথা ;—কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দভারতী, বলরামভারতী, রামানন্দভারতী, বল্লভভারতী, যদুনন্দনভারতী ও শ্যামানন্দভারতী ॥ ৭ ॥

ইহার পরে দ্বাদশ গোপালের ভোগ সংস্থাপন। এই ভোগগুলি পঞ্চতত্ত্বের সম্মুখভাগে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করিতে হয়। দ্বাদশ গোপাল যথা—অভিরাম ঠাকুর (শ্রীদাম), সুন্দরানন্দ (সুদাম), ধনঞ্জয়পণ্ডিত (বসুদাম), গৌরীদাসপণ্ডিত (সুবল), কমলাকর পিপ্পলাই (মহাবল), উদ্ধারণ দত্ত (সুবাহু), মহেশপণ্ডিত (মহাবাহু), পুরুষোত্তম দাস (স্তোককৃষ্ণ), নাগর পুরুষোত্তম (দাম), পরমেশ্বর দাস (অর্জ্জুন), কালা কৃষ্ণদাস (লবঙ্গ) ও খোলাবেচা শ্রীধর (কুসুমাসব) ॥ ১২ ॥

ইহার পরে অষ্ট প্রধান মহান্তের ভোগ সংস্থাপন। এই ভোগগুলি পূর্ব্বোক্ত ভারতী গোস্বামীদিগের সম্মুখভাগে উত্তর মুখে বসাইতে হয়। অষ্ট প্রধান মহান্তগণ শ্রীব্রজলীলার অষ্ট প্রধানা সখী। ইঁহাদিগের নাম যথা ;—স্বরূপ দামোদর (ললিতা), রামানন্দ রায় (বিশাখা), শিবানন্দ সেন (চিত্রা), রামানন্দ বসু (চম্পকলতা), মাধব ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা), গোবিন্দানন্দ (ইন্দুরেখা), গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী), এবং বাসুদেব ঘোষ (সুদেবী) ॥৮॥

ব্রজলীলায় অষ্ট প্রধানা সখীর প্রত্যেকের আটটি করিয়া

চৌষট্টি সখী নির্দ্দিষ্ট আছেন। তাঁহারাই নবদ্বীপলীলার চৌষট্টি মহান্ত। অষ্ট প্রধান মহান্তের বামভাগে উত্তরমুখে ইহাঁদের অনুগত ঐ চৌষট্টি মহান্তের ভোগ সংস্থাপন করিতে হয়॥ ৬৪॥

প্রথমতঃ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পার্ষদ আট জন। ইহাঁদের ব্রজলীলার নাম যথা ;—

"রত্নপ্রভা, রত্নকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা।
সুমুখী চ, ধনিষ্ঠা চ, কলহংসী, কলাপিনী॥"

নবদ্বীপলীলায় ইহাঁরা যথাক্রমে চন্দ্রশেখর, আচার্য্যরত্ন, রত্নগর্ভ, গোবিন্দ, গরুড়, মকুন্দ দত্ত, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস-ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

ইহাঁদিগের বামে রামানন্দ রায়ের পার্ষদ আটজন। রামানন্দের গণ ব্রজলীলায় বিশাখার গণ বলিয়া খ্যাত। বিশাখার গণ যথা ;—

"মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, গুর্জ্জরী, তথা।
হরিণী, চপলা, চৈব সুরভী চ শুভাননা॥"

নবদ্বীপলীলায় ইহাঁরা যথাক্রমে—মাধবাচার্য্য, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্র, বাসুদেব দত্ত, নন্দনাচার্য্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর ও সুবুদ্ধিমিশ্র।

তদ্বামে শিবানন্দ সেনের পার্ষদ আটজন। উক্ত আটজনের ব্রজলীলার নাম যথা ;—

"রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা।
কামিলা, কামনীগরী, নাগরিকা চ নাগরী॥"

নবদ্বীপলীলায় ইহাঁরা যথাক্রমে—শ্রীরাম পণ্ডিত, জগন্নাথ দাস, জগদীশ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ, রায় মুকুন্দ, মুকুন্দানন্দ, পুরন্দরাচার্য্য ও নারায়ণ বাচস্পতি।

তদ্বামে বসু রামানন্দের পার্ষদ আটজন। ইহাঁদিগের ব্রজলীলার নাম যথা ;—

"কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা, চন্দ্রতিলকা, পদ্মাক্ষী, চ সুমন্দিরা॥"

নবদ্বীপলীলায় ইহাঁরা যথাক্রমে—মধুমণ্ডিত, মকরধ্বজ কর, দ্বিজরঘুনাথ, বিষ্ণুদাস, পুরন্দরমিশ্র, গোবিন্দাচার্য্য, পরমানন্দগুপ্ত এবং বলরামদাস।

তদ্বামে গোবিন্দ ঘোষের পার্ষদ আটজন। ইহাঁদিগের ব্রজলীলার নাম যথা ;—

"কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরেন্দিরা।
কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী॥"

নবদ্বীপলীলায় ইহাঁরা যথাক্রমে—কাশীমিশ্র, শিখিমাহাতি, কালিদাস, শ্রীমান্ পণ্ডিত, কবিচন্দ্র ঠাকুর, হিরণ্যগর্ভ, জগন্নাথ সেন এবং দ্বিজ পীতাম্বর।

তদ্বামে বাসুদেব ঘোষের পার্ষদ আটজন। ঐ আটজনের ব্রজ-লীলার নাম যথা ;—

"কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা॥"

নবদ্বীপলীলায় ইহাঁরা যথাক্রমে—রাঘবপণ্ডিত, রুদ্রপণ্ডিত, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারি সেন, জীবপণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস এবং কবিচন্দ্র আচার্য্য। তদ্বামে মাধবঘোষের পার্ষদ আটজন। ঐ আটজনের ব্রজলীলার নাম যথা ;—

"মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুস্পন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা॥"

নবদ্বীপলীলায় ইঁহারা যথাক্রমে—মকরধ্বজ সেন, বিদ্যা-বাচস্পতি, গোবিন্দ ঠাকুর, কবিকর্ণপূর, শ্রীকান্ত ঠাকুর, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

এই সকল পঙ্গতের বামভাগে পূর্ব্বাভিমুখে গোবিন্দানন্দ ঘোষের পার্ষদগণের পঙ্গত। তাঁহাদের ব্রজলীলার নাম যথা—

"তুঙ্গবিদ্যা রসতুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গদা।
চিত্ররেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদনী মদনালসা॥"

ইঁহাদের নবদ্বীপলীলার নাম যথা;—পরমানন্দ গুপ্ত, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ পণ্ডিত, বনমালী দাস, শ্রীনিধি পণ্ডিত, শ্রীকর পণ্ডিত, লক্ষ্মণাচার্য্য এবং পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

দ্বাদশ গোপালের সম্মুখভাগে পূর্ব্বমুখে অষ্ট গোস্বামীর পঙ্গত হইবে। ইঁহারা ব্রজলীলায় অষ্টমঞ্জরী নামে কথিত। অষ্টমঞ্জরী যথা;—শ্রীরূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, মঞ্জুলালীমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী এবং প্রেমমঞ্জরী। এই মঞ্জরীগণ নবদ্বীপলীলায় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, শ্রীজীব ও ভূগর্ভ গোস্বামী॥ ৮॥

ইহার পরে ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের পঙ্গত। চক্রবর্ত্তিগণ পঞ্চতত্বের সম্মুখে পশ্চিমমুখে এবং কবিরাজগণ চক্রবর্ত্তিগণের বামভাগে পশ্চিমমুখে উপবেশন করিবেন॥ ১৪॥

ছয় চক্রবর্ত্তী যথা—শ্রীবান চক্রবর্ত্তী, গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং রামচরণ চক্রবর্ত্তী। অষ্ট কবিরাজ যথা—রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, কর্ণপূর কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ, ভগবান্ কবিরাজ, বল্লবী কবিরাজ, গোপীরমণ কবিরাজ এবং গোকুল কবিরাজ। এই ছয়

চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ ইহাঁরা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

প্রভুদিগের পিতৃবর্গ—কুবেরাচার্য্য, জগন্নাথ মিশ্র এবং হাড়াই পণ্ডিত। ইহাঁদিগের পঙ্গত পঞ্চতত্ত্বের দক্ষিণভাগে উত্তর মুখে॥ ৩॥

মাতৃবর্গ—নাভাদেবী; শচীমাতা ও পদ্মাবতী, ইহাঁদের পঙ্গত পিতৃবর্গের বামভাগে উত্তরমুখে॥ ৩॥

প্রিয়াবর্গ—সীতাঠাকুরাণী, শ্রীঠাকুরাণী, বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী, লক্ষ্মীপ্রিয়াঠাকুরাণী, বসুধাঠাকুরাণী এবং জাহ্নবাঠাকুরাণী। ইহাঁদের পঙ্গত পঞ্চতত্ত্বের বামভাগে দক্ষিণমুখে॥ ৬॥

ইহাঁদের পুত্র-ভৃত্যবর্গের পঙ্গত। উহাঁরা সকলেই ছয় চক্রবর্ত্তীর দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবেন।

উহাঁদের নাম যথা—বীরচন্দ্র গোস্বামী, রামাই, নন্দাই, মীনকেতন রামদাস, অচ্যুতানন্দ, বলরাম মিশ্র, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল দাস, জগদীশ, নান্দিনী, জঙ্গলী, নরহরি সরকার, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব এবং সুলোচন॥ ১৬॥

অষ্ট গোস্বামীর বামে উত্তরমুখে নিম্নোক্ত ঠাকুরগণের ভোগ সংস্থাপন করিবেন। ঠাকুরগণ যথা;—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুর॥ ৩॥

অগ্রে পঞ্চতত্ত্বের পূজোপহার প্রদান করিয়া পরে গুরুবর্গাদি ক্রমে ঠাকুরান্ত ১৫৪ গণের পূজোপহার প্রদান করিতে হইবে। তন্মধ্যে গুরুবর্গ ও তৎস্থানীয় পারিষদগণ অনিবেদিত বস্তু দ্বারা এবং অবশিষ্ট সমস্ত পারিষদই নিবেদিত বস্তু দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন।

অপরাহ্নকৃত্য।

সংখ্যানিবদ্ধ শ্রীহরিনাম গ্রহণ, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং অপরাহ্নলীলার স্মরণ, এইগুলি অপরাহ্নকৃত্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের অপরাহ্নলীলা যথা—

"যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈস্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং-
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাৎ তত এতি পৌরজনতাচক্ষুশ্চকোরোড়ুপো,
মাত্রা দ্বারি মুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥"

অপরাহ্নে যিনি প্রিয় ভক্তবর্গের সহিত ত্রিজগতের মঙ্গল বিধান করিতে করিতে উপবন হইতে গৃহে আগমন করেন, যিনি পুরবাসিগণের নেত্রচকোরের সম্বন্ধে অমৃতকর শশধরের সদৃশ, শচীদেবী দ্বারদেশে যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিত থাকেন ও দর্শনে আনন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি।

সায়ংকৃত্য।

সায়াহ্নস্নান, তিলক, শ্রীবিগ্রহের সেবা ও আরাত্রিক এবং সায়াহ্নলীলার স্মরণ, এইগুলি সায়ংকৃত্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের সায়াহ্নলীলা যথা—

"যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ,
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিতসৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎসময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং,
ভুক্ত্বান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥"

সায়াহ্নসময়ে যিনি নিজ ভক্তগণের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পুষ্প দীপ পট্টবস্ত্র ও মাল্যচন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া এবং স্বয়ং কালোচিত শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া অন্নাদি ভোজনের পর তাম্বূল গ্রহণ করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি।

প্রদোষকৃত্য।

প্রদোষকালীন শ্রীবিগ্রহের সেবা আরাত্রিক প্রদোষলীলা স্মরণ ও প্রসাদ গ্রহণ, এইগুলি প্রদোষকৃত্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদোষলীলা যথা—

"যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ,
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাপীযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দসমাকুলশ্চটুলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ,
কর্ত্তুং কীর্ত্তনমূর্দ্ধমুদ্যমপরস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥"

প্রদোষে যিনি শ্রীমদদ্বৈতাদির সহিত ও অপরাপর ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবাসমন্দিরে গমন এবং হরিকথামৃত আস্বাদন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নর্ত্তন ও উচ্চ কীর্ত্তন করেন, সেই সঙ্কীর্ত্তনলম্পট শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি।

নিশাকৃত্য।

নিশাকালে নিশাকালীন লীলা স্মরণ পূর্ব্বক শয়ন কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিশালীলা যথা—

"শ্রীবাসাঙ্গন আবৃতো নিজজনৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরত্যুল্লসন্।
ভ্রাম্যন্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বাগারে শয়নালয়ে স্বপিতি য স্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥"

নিশাকালে যিনি শ্রীবাসাঙ্গনে প্রভুদ্বয় ও শ্রীগদাধর প্রভৃতি নিজজনের সহিত উচ্চ মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহকারে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পরে নিজগৃহে গমন ও শয়ন করেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি।

ভোগ আরতি।

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি। শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপবিহারী, জয় জয় দীনদয়াময় হিতকারী॥ ধ্রু॥ শুন শুন শচীসুত কর অবধান। ভোগমন্দিরে প্রভু করহ পয়াণ॥ বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই। মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥ অদ্বৈত ঘরণী আর শান্তিপুর নারী। হুলু হুলু দেই সভে গোরামুখ হেরি॥ প্রিয় গদাধর পুরী ভারতীরগণ। অষ্টগোস্বামী আদি যত প্রিয়জন॥ চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল। ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ। শাক শুকুতা আদি নানা উপহার। আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচি পুরী। আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী॥ ভোজন করিয়া প্রভু কৈলা আচমন। সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্তের শোধন॥ বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসনে। কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয়ভক্তগণে॥ ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারি। ফুলের রত্নসিংহাসন চাঁদোয়া মশারি॥ ফুলের মন্দিরে প্রভু করিল শয়ন। গোবিন্দদাস করে পাদসম্বাহন॥ ফুলের পাপ্‌ড়ি প্রভুর উড়ি পড়ে গায়। তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তব।

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং, বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ-র্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ। স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রা-মুপদিশন্, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১॥ সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং, মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-

পটলানাং মধুরিমা। বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥ স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ, প্রপন্নশ্রীবাসো জনিতপরমানন্দগরিমা। হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥ রসোদ্দামা কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু-র্যতীনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ। হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ। বিশালাক্ষোদীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥ পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া, মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ। কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥ রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতেরদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ। সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনু বৈষ্ণবজনৈঃ, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥ ভুবং সিঞ্চন্নশ্রুস্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ, পরীতাঙ্গো নীপস্তবকনবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ। ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তনসুখী, স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥ অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণপদবীমঙ্গলতরং, কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্। পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজযুগলে, পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥